| ছবি | নাম ও পদবী | যোগাযোগের ঠিকানা |
|---|---|---|
| | ফরিদ আজিজ<br>প্রকল্প পরিচালক<br>যুগ্ম সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান<br>ডেভেলপমেন্ট ইইফেক্টিভনেস অনুবিভাগ<br>অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | রুম#১১, ব্লক#৮, শের-ই-বাংলা নগর (পরিকল্পনা কমিশন চত্বর), ঢাকা-১২০৭<br>ফোন(অফিস)- ৯১৪৫৪৪২,১৪৫(I)<br>ইমেইল-wingchief-de@erd.gov.bd |
| | আবুল কালাম আজাদ<br>উপ প্রকল্প পরিচালক<br>উপসচিব<br>ডিই সুপারনিউমেরি অধিশাখা-৫<br>অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | রুম # ৩০, ব্লক # ৮, শের-ই-বাংলা নগর (পরিকল্পনা কমিশন চত্বর), ঢাকা-১২০৭<br>ফোন (অফিস) ৯১৮০৭৭৩, ৩১৫ (I)<br>ইমেইল-de-sbr5@erd.gov.bd |
| | মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী<br>সহকারী প্রকল্প পরিচালক<br>উপপ্রধান<br>ডিই-৭ অধিশাখা<br>অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | রুম#২৯, ব্লক#৮, শের-ই-বাংলা নগর (পরিকল্পনা কমিশন চত্বর), ঢাকা-১২০৭<br>ফোন (অফিস) ৯১২৯৮০২, ৩১৬(I)<br>ইমেইল- de-sec2@erd.gov.bd |
| | ফাতেমা তুল জান্নাত<br>সহকারী প্রকল্প পরিচালক<br>উপসচিব<br>ডিই সুপারনিউমেরি অধিশাখা-৬<br>অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | রুম#২৯, ব্লক#৮, শের-ই-বাংলা নগর (পরিকল্পনা কমিশন চত্বর), ঢাকা-১২০৭<br>ফোন (অফিস) ৯১৮০৬১১, ৩১৬(I)<br>ইমেইল- de-sbr6@erd.gov.bd |

## ভুমিকাঃ

জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে কিছু নির্ণায়কের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশ বা Least Developed Countries (LDC) হিসেবে পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে। ১৯৭১ সালে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা ছিল ২৫ এবং বর্তমানে ৪৭। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এ পর্যন্ত মোট ৫ টি দেশ (বোতসোয়ানা, কেপভার্দে, মালদ্বীপ, সামোয়া ও ইকুয়েটোরিয়াল গিনি) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ (Graduation)-এ সমর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘের Economic and Social Council বা ECOSOC এর অধীন Committee for Development Policy (CDP) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। এই কমিটি নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সূচকগুলো হচ্ছে (১) মাথাপিছু আয় বা Gross National Income Per Capita (২) মানবসম্পদ সূচক বা Human Assets Index (HAI)– যেটি পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এবং (৩) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক বা

Economic Vulnerability Index (EVI)- যেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দূরত্বসহ আটটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

## প্রেক্ষাপটঃ

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও উত্তরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৮০ সাল থেকে LDC Conference আয়োজনের মাধ্যমে প্রতি দশকে ১০ (দশ) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। সর্বশেষ বা চতুর্থ LDC Conference (LDC IV) অনুষ্ঠিত হয় ২০১১ সালের মে মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। এই Conference-এ ২০১১-২০২০ সময়কালের জন্য Istanbul Program of Action (IPoA) শীর্ষক একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। IPoA এর মূল লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহন করে। এই সম্মেলনে মামনীয় প্রধানমন্ত্রী IPoA বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায়, জাতীয় পর্যায়ে উক্ত IPoA বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট IPoA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত "সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি" গঠন করা হয় (পতাকা-১) এবং এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য গত ০৩ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব (ডিই) অনুবিভাগকে আহবায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করে (পতাকা-২) । পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্পৃক্ত করে উভয় কমিটির পরিধি বৃদ্ধি পায় (পতাকা-৩) ।

## মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাঃ

IPoA কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালনাধীন থাকা অবস্থায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের (Bangladesh Graduation From LDC Status) ক্ষেত্রে আসন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন এবং ই আর ডি-কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করার নির্দেশনা প্রদান করেন (পতাকা- ৪)। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পত্রে জাতিসংঘের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রেখে ২০-২৪ মার্চ ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Committee for Development Policy (CDP) এর অধিবেশনে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে মর্মে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী ইআরডি কর্তৃক নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনকে আশু করণীয় বিষয়ে জানানোর অনুরোধ করা হয় এবং স্থায়ী মিশন Chief of CDP Secretariat -এর সাথে বৈঠক করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসহ একটি ফ্যাক্স প্রেরণ করে। উক্ত সুপারিশ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম (যেমন, বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত অর্থ-বছরওয়ারী পরিসংখ্যানকে পঞ্জিকা বছরে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পথে এগিয়ে যায়। একইসময়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের রোডম্যাপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য গত ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এস ডি জি)-কে সভাপতি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (ডি ই উইং) কে সদস্য-সচিব করে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করে (পতাকা-৫)। উক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ডি ই উইং জাতীয় টাস্কফোর্স-কে

সাচিবিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পাশাপাশি একই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে IPoA বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি জাতীয় টাস্কফোর্সকে কার্যক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

## বাংলাদেশের অর্জনঃ IPoA থেকে Graduation

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। তারই সুবাদে বিগত ১২-১৬ই মার্চ ২০১৮ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Committee for Development Policy (CDP) এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল মানদণ্ড পূরণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে এটি ছিল একটি বড় অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ভিশন ২০২১ এরই সফল রুপায়ন।

**সারণী ১- উত্তরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানঃ**

| নির্ণায়ক | মানদণ্ড ২০১৮ | বাংলাদেশ (২০১৮) | বাংলাদেশ (জানুয়ারী ২০২০) |
|---|---|---|---|
| **মাথাপিছু আয়** | ১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশী (গত তিন বছরের গড়) | ১২৭৪ মার্কিন ডলার | ১৫৩৯ মার্কিন ডলার |
| **মানবসম্পদ সূচক** | ৬৬ বা তার বেশী | ৭৩.২ | ৭৬.৮ |
| **অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক** | ৩২ বা তার কম | ২৫.২ | ২৫.১ |

জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী, কোন দেশ পরপর দু'টি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হলে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। আশা করা যায় যে বর্তমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য CDP এর পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় পুনরায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে, তিন বছর Grace Period ভোগ করার পর বাংলাদেশ ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে। তবে, এই প্রক্রিয়ায় সাফল্যের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার পাশাপাশি উত্তরণের মধ্যবর্তী এবং অনুবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে (সারণী-২)।

**সারণী ২- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ প্রক্রিয়া ও সময়সূচী**

| সময়সূচী | প্রক্রিয়া |
|---|---|
| **২০১৮** | সি ডি পি এর ত্রিবার্ষিক সভায় বাংলাদেশ উত্তরণের সকল মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়<br>UNDESA বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করে। |
| **২০১৮-২০২১** | UNCTAD একটি vulnerability profile বা ভঙ্গুরতা পর্যালোচনা প্রস্তুত করে বাংলাদেশের নিকট উপস্থাপন করবে।<br>UNDESA একটি ex-ante impact assessment বা প্রভাব পর্যালোচনা প্রস্তুত করে বাংলাদেশের নিকট উপস্থাপন করবে। |
| **২০২১** | বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত উত্তরণের মানদণ্ড সমূহ পূরণ করবে |

| | |
|---|---|
| | সি ডি পি ECOSOC এর নিকট বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ করবে<br>ECOSOC সি ডি পি এর সুপারিশটি অনুমোদন করবে এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সেটি আমলে নেবে |
| **২০২১-২০২৪** | বাংলাদেশ একটি Graduation Strategy প্রস্তুত করবে<br>উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক অংশীদারগণ সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরামর্শ কাঠামোতে অংশগ্রহন করবেন এবং অভীষ্ট সহায়তা প্রদান করবেন<br>সি ডি পি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে এবং ইকোসকের নিকট এ ব্যাপারে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করবে; |
| **২০২৪** | বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে |
| **২০২৪** | বাংলাদেশ অধিকাংশ International Support Measures (ISMs) হারাবে |
| **২০২৪ থেকে** | বাংলাদেশ Graduation Strategy বাস্তবায়ন করবে |
| **২০৩৩ (+/-)** | বাংলাদেশ সি ডি পি-তে সর্বশেষ Monitoring Report দাখিল করবে |

তাছাড়া, উত্তরণ-পরবর্তী পর্যায়ে International Support Measures (ISMs) হারানোর ফলে উদ্ভুত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ স্টাডি ও গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে Graduation Strategy প্রণয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে নিগোশিয়েশন পরিচালনা করা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ডপূরণের স্বাধীনতা পরবর্তী ঐতিহাসিক অর্জন উপলক্ষে ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে বিআইসিসি-তে ইআরডি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

# Support to Sustainable Graduation প্রকল্প

**অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়**

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ডপূরণ উপলক্ষে ই আর ডি কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদণ্ডপূরণ উপলক্ষে ই আর ডি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত

## প্রকল্প গ্রহণঃ

উত্তরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সুস্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৫ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স- এর দ্বিতীয় সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "**LDC** উত্তরণের প্রভাব ও করণীয় নির্ধিরণ, ঐতিহাসিক অর্জনকে দেশ ও বিদেশে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার স্বার্থে **LDC** সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা লেখা, প্রকাশনাসহ সার্বিক কর্মকান্ড যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **ERD** একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে। এ প্রকল্পের আওতায় সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা হবে" (পতাকা-৬)। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক 'Support to Sustainable Graduation Project' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের চারটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যেগুলোর কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে উপস্থাপন করা হলো।

## প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

| | |
|---|---|
| **কম্পোনেন্ট ০১** | M&E of LDC Sensitive Criteria and Policy Gap Analysis (স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং নীতিগত ঘাটতি পর্যালোচনা) |
| **কম্পোনেন্ট ০২** | Capacity Enhancement of Data Management and Information System (তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন) |

| | |
|---|---|
| **কম্পোনেন্ট ০৩** | Campaign & Advocacy for Graduation (উত্তরণ সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা) |
| **কম্পোনেন্ট ০৪** | Knowledge Management Products and Tools on LDC Graduation (উত্তরণ সংক্রান্ত জ্ঞান ও সচেতনতামূলক উপকরণ প্রস্তুতুকরণ) |

## প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ইআরডি'র ডিই অনুবিভাগের মাধ্যমে

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সকে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ প্রক্রিয়া মসৃণ ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রনীতব্য ক্রান্তিকালীন কলাকৌশল (Transition Strategy) প্রস্তুতের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণসংক্রান্ত সকল প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিতকরণ;
- উত্তরণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা, এতদসংক্রান্ত নীতিগত ব্যবধান (Policy Gap) নিয়মিতভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক নীতিগত হস্তক্ষেপের (Policy Intervention) ব্যবস্থা গ্রহন;
- উত্তরণ মধ্যবর্তী ও পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ইতিবাচক ভাবধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার আয়োজন;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে যাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তাসমূহ (International Support Measures) অব্যাহত থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উত্তরণসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহনের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি Socioeconomic Forecasting Tool সহ বিভিন্ন জ্ঞান ও সচেতনতামূলক উপকরণ প্রস্তুত করা;

## সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স-এর সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন, সভায় প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার

সিদ্ধান্তসমূহ follow up করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে Support to Sustainable Graduation প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে আসছে।

- উত্তরণ প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কোর গ্রুপের সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন, সভায় প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ follow up করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সহায়তা করে থাকে।

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে সে ব্যাপারে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) কর্তৃক প্রণীতব্য প্রভাব পর্যালোচনা বা Impact Assessment প্রস্তুতের ক্ষেত্রে UN DESA এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে আসছে।

- একই সঙ্গে United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) কর্তৃক প্রনীতব্য ভঙ্গুরতা পর্যালোচনা বা Vulnerability Profile তৈরির ক্ষেত্রে UNCTAD এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করছে।

- প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় জেনেভাস্থ South Centre স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে TRIPS সুবিধা না থাকলে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত প্রাথমিক খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন নিয়ে বিগত ০৯ ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ ইআরডি-এর Support to Sustainable Graduation প্রকল্প ও South Centre-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতাসংস্থা তথা ঔষধ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে TRIPS সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় ঔষধ শিল্পকে প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর কর্মশালায় জোর দেয়া হয়।

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে বৈশ্বিক মহলে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিগত ২০১৮ সনের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত High-level Political Forum, ২০১৯ সনের এপ্রিলে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ECOSOC Forum on Financing for Development (FfD) এবং একই বছর মে মাসে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত UNESCAP এর বার্ষিক সাধারণ সভার অংশ হিসেবে এধরনের সাইড ইভেন্টের আয়োজন করছে।

২০১৮ সালের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত High Level Political Forum এর অংশ হিসেবে আয়োজিত Sustainable Graduation সংক্রান্ত Side Event এ বক্তব্য রাখছেন সাবেক মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত

২০১৯ সালের মে মাসে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ESCAP এর শীর্ষ সম্মেলনের অংশ হিসেবে আয়োজিত Sustainable Graduation সংক্রান্ত Side Event এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী এই অর্জন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ও অনুবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের যে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন হবে তাতে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে প্রকল্পের সহায়তায় তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অবহিতকরনের লক্ষ্যে UNESCAP এর সহযোগিতায় ২০১৯ সালের জুন মাসে ভারতের নয়া দিল্লী ও থাইল্যান্ডের ব্যাংককে "SDGs and Sustainable Graduation of Bangladesh" শীর্ষক দুটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কি ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন তা পর্যালোচনার জন্য এবং সেই অনুযায়ী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তা ও অন্যান্য অংশীজনদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি (১৫ ও ১৬ই মার্চ ২০২০) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাদের জন্য Reliable Data Exposure Relevant to Development Synergy শীর্ষক এ ধরনের একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- উত্তরণ প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজন তথা সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং উত্তরণ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনা উপকরণ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা হচ্ছে।

## নিকট ভবিষ্যতে সম্পাদিতব্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

- উত্তরণের নির্ণায়কসমূহের অবস্থা নিয়মিত মনিটর ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে মার্চ, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য CDP এর পরবর্তী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত উত্তরণের মানদন্ড পূরণে সক্ষম হতে পারে।

- উত্তরণ প্রক্রিয়া মসৃণ রাখার লক্ষ্যে CDP, UNCTAD, UNOHRLLS সহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
- UNCTAD কর্তৃক প্রনীতব্য Vulnerability Profile প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত সংগ্রহ করা।
- উত্তরণের প্রেক্ষাপটে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ও বৈদেশিক সহায়তার উপর সম্ভাব্য প্রভাব এবং WTO এর TRIPS Waiver সুবিধা রহিত হওয়ার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপন ও করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- এছাড়াও GED এর প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়ার পর সেই অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট সেক্টর চিহ্নিত করে সেইসব সেক্টরে উত্তরণের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তা উপস্থাপন করা হবে।
- সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে Transition Strategy প্রণয়নের কাজ শুরু করা।
- উত্তরণের পরেও যাতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ International Support Measures (ISMs) অব্যাহত রাখা যায়, সে বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী, বাণিজ্যিক অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করা।
- উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উত্তরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ড, যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, Focused Group Discussions (FGDs), ইত্যাদি অব্যাহত রাখা।
- উত্তরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমনে ইতিবাচক ভাবধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকাশনা, প্রামান্যচিত্র ও প্রচার প্রচারণা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ অব্যাহত রাখা।
- উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এবং কোর গ্রুপ-এর নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান নিশ্চত করা।